মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প

বিজ্ঞান মনস্ক পরিবেশ গড়ি / বিজ্ঞান ভীতি দূর করি

"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন" শীর্ষক

সেমিনারের প্রতিবেদন

স্থানঃ চেম্বার অফ কমার্স, রাজশাহী

তারিখঃ ২৫ মে, ২০১৩, শনিবার

আয়োজনে: সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ভলান্টারী অর্গানাইজেশন(সিসিবিভিও)

সহায়তায়: বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন(বিএফএফ)

বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন শীর্ষক
সেমিনারের প্রতিবেদন

স্থানঃ চেম্বার অফ কমার্স, রাজশাহী
তারিখঃ ২৫ মে, ২০১৩, শনিবার

প্রতিবেদন প্রকাশকাল
২৮ মে, ২০১৩

প্রতিবেদন তৈরী
মোঃ নিরাবুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী,
পিএসই প্রকল্প, সিসিবিভিও,

সহযোগিতায়
মোঃ আরিফ, প্রকল্প সমন্বয়কারী,
রক্ষাগোলা খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্প, সিসিবিভিও
এবং
সুমন মার্ডী, হিসাবরক্ষক, সিসিবিভিও

সম্পাদনা
মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল
নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও, রাজশাহী

প্রকাশক
সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন
(সিসিবিভিও)
মহিষবাথান, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া,
রাজশাহী-৬২০১ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

০১. ভূমিকা

০২. অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন

০৩. সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসনগ্রহণ ও জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সেমিনারের সূচনা

০৪. আয়োজক ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য

০৫. মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন

০৬. উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মুক্ত আলোচনা

০৭. অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের বক্তব্য

০৮. প্রধান অতিথির অভিভাষন

০৯. সভাপতির ব্যক্তব্য

১০. সেমিনারের সুপারিশসমূহ

১১. দুপুরের আহার

১৫. পেপার কাটিং

ভূমিকা:

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন(পি.এস.ই) প্রকল্পের আওতায় সেন্টার ফর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অফ ভলান্টারী অর্গানাইজেশন (সিসিবিভিও)রাজশাহীর আয়োজনে বিগত ২৫ মে, ২০১৩, তারিখ, সকাল ১০ টায় চেম্বার অফ কমার্স, রাজশাহী "মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন শীর্ষক" সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহায়তা করে বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান, উপ উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড.মুসফিক আহমদ, ভূতত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা, মো:আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী, মোহা: সাঈদুজ্জামান সিপন, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, প্রিপ ট্রাস্ট, রাজশাহী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন গোদাগাড়ী উপজেলা ও রাজশাহী মহানগরের ২৬টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে সর্বমোট ২৯ জন বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ। আরো তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৬ জন শিক্ষার্থী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকবৃন্দ ও সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার পর্যবেক্ষকবৃন্দ।
সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এ এম এম আরিফুল হক কুমার, সভাপতি, সিসিবিভিও।

অনুষ্ঠানসূচী:

০১.	অংশগ্রহণকারী নিবন্ধন	সকাল ০৯:৩০
০২.	সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসনগ্রহণ ও জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে সেমিনারের সূচনা	সকাল ১০:০০
০৩.	আয়োজক ও সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য	সকাল ১০:১৫
০৪.	মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন	সকাল ১০:৩০
০৫.	উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মুক্ত আলোচনা	সকাল ১০:৪৫
০৬.	অভ্যাগত অতিথিবৃন্দের বক্তব্য	সকাল ১১:৪৫
০৭.	প্রধান অতিথির অভিভাষন	বেলা ১২:৪৫
০৮.	সভাপতির ব্যক্তব্য	দুপুর ০১:০০
০৯.	দুপুরের আহার	দুপুর ০১:৩০

অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন:

সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধিত করার পালন করেন সিসিবিভিও'র তিনজন সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ মুখলেশুর রহমান, সাবিহা খানম ও মোঃ মাহাবুব হোসাইন। তারা প্রত্যেক নিবন্ধিত ব্যাক্তিকে একটি করে ফোল্ডার দেন।

সভাপতি ও অতিথিবৃন্দের আসনগ্রহণ:

অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে নিয়ে সেমিনারের সভাপতি মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। আসন গ্রহণের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে সেমিনারের সূচনা হয়।

আয়োজক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাগত বক্তব্য:

আয়োজক প্রতিষ্ঠান পক্ষে সিসিবিভিও-এর সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান মো: সারওয়ার-ই-কামাল উপস্থিত অতিথি ও অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বিজ্ঞান বিষয়ে আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে আপনারা নিজেদের যে মূল্যবান সময় দিয়েছেন সে জন্য আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা সবাই জানেন যে, আশংকাজনকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার হার ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, বাণিজ্যিক শিক্ষার হার বাড়ছে। এরসাথে আরো আশংকার বিষয় এই যে, আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষিত ও মেধাবী যুব-যুবা সৃষ্টির হার ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এই প্রতিকুল পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চ্যালেঞ্জ নিয়ে 'মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প' কাজ করছে। এই সমস্যা নিয়ে চলমান প্রকল্পের আওতায় এবং প্রকল্পের বাহিরে আর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় যা দিয়ে আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন সাধন করা যায়- সে বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সুপারিশ কামনা করছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রজেক্ট নিয়ে যারা এসেছেন সেই সব ছাত্রছাত্রীসহ উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারীকে সবিনয়ে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন:

সেমিনারের মূল প্রবন্ধটি মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করেন সিসিবিভিও পরিচালিত " মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন" প্রকল্প-এর সমন্বয়কারী মোঃ নিরাবুল ইসলাম নিরব। উপস্থাপনটি নিম্নরূপ:-

মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিস্থিতির একটি পর্যালোচনা:

বর্তমান বাস্তবতা

- দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকহারে কমে যাচ্ছে

- শহরের স্কুলগুলিতেই কেবল বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে
- অভিভাবকেরা সন্তানদের মানবিক বা বাণিজ্য বিষয়ে পড়াতে আগ্রহী
- শিক্ষার্থীরাও বিজ্ঞান পড়তে চায় না কারণ সেটি “দুর্বোধ্য, কঠিন, নম্বর কম পাওয়া যায় এবং সহজে পাশ করা যায় না”
- বিজ্ঞান বিভাগে পাশ করার পর চাকুরিও সহজলভ্য নয়
- শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে ‘চৌকুশ বা ক্যারিসম্যাটিক’ শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্তই কম
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেশিরভাগ স্কুলেই বিজ্ঞানাগার নেই
- (প্রত্যন্ত অঞ্চলে) বিজ্ঞানাগার থাকলেও সচল নেই, পর্যাপ্ত উপকরণ নেই, শিক্ষার্থী কমে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞানাগার উন্নয়নের তাগিদও নেই

আগামী দশকগুলোতে কি হতে পারে ?

সাল	এসএসসি পরীক্ষার্থী	%
১৯৯০	১,৮৬,৬১৯	৪২.২১
২০০০	২,৭০,৫২০	২৯.৪৭
২০১০	২,০৩,৯৯২	২২.৩৫
২০১১	২১৬১৬৪	২১.৯০
২০১২	২৩১২০১	২২.০৫

প্রভাব

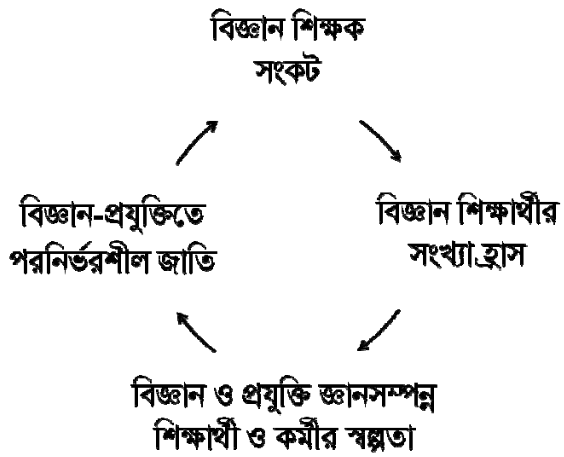

কেন বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণে অনীহা [শিক্ষার্থীরা যে ভাবে ভাবছে]

- শিক্ষকদের/অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত [৪৮.৫% ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা প্রভাবিত করেন]
- পাঠ্যসূচী ব্যাপক, দুর্বোধ্য, কঠিন [বেশী নম্বর পাওয়া যায় না, সহজে পাশ করা যায় না]
- বিজ্ঞান ভীতি [শিক্ষায় আনন্দ নেই, ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ কম, অভিভাবক সচতেন নয়]
- খরচ বেশী [প্রাইভেট পড়তে হয়]

ফলাফল

১. ৯৪.৫% স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হয় না
২. চট্টগ্রাম ও সিলেটের ১০০% স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হয় না
৩. ৭৮.৫% স্কুলে আলাদা বিজ্ঞানাগার নেই
৪. স্কুল প্রতি গড় বিজ্ঞান শিক্ষক ২.৭ জন

কেন যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদানে অনীহা [শিক্ষকেরা মনে করেন]

- শিক্ষকের স্বল্পতা
- বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকা
- শিক্ষকদের আধুনিক প্রশিক্ষণ না থাকা
- মানসিকতার অভাব [সমবেতনে অধিক পরিশ্রমের কারণে]
- যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ না পাওয়া [ম্যানেজিং কমিটি/রাজনৈতিক প্রভাব]
- পাঠ্যসূচী ব্যাপক [মানবিক/বাণিজ্য বিভাগের তুলনায়]
- অবকাঠামোগত সুযোগ না থাকা বা কম থাকা
- সরকারী (প্রায় ১%) স্কুলের সাথে ব্যাপক বৈষম্য থাকা [মর্যাদা, সুবিধাদি]
- সর্বোপরি, গোটা শিক্ষক সমাজের চাকুরীগত সুবিধাদি অপ্রতুল হওয়া

সুপারিশসমূহ [স্কুল কেন্দ্রিক]

- জাতীয় শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, ‘এডহক’ সমাধানে না যাওয়া।
- ‘পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট’ - উপবৃত্তি বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সরকারের উদ্যোগ নেয়া।
- পাঠ্যক্রমের সংস্কার, আধুনিকায়ন।
- সিলেবাসে দেশী বিজ্ঞান ব্যক্তিত্বদের জীবনী/অবদান তুলে ধরা।
- পাঠ্যক্রম এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকদের সম্পৃক্তকরণ।
- ব্যবহারিক ক্লাস অন্যান্য ক্লাসের মতোই বাধ্যতামূলক করে রুটিনভূক্ত করা।
- বিজ্ঞানের শিক্ষকদের অতিরিক্ত সময় দেয়ার জন্য বিশেষ ভাতা চালু করা।
- বিজ্ঞানের শিক্ষকদের জন্য আধুনিক, প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষকদের জন্য নির্দেশিকা (শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের বই ব্যবহার করেন) প্রণয়ন করা
- বিজ্ঞানাগার ও উপকরণ এবং সেগুলির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা (মনিটরিং বৃদ্ধি)।
- বিজ্ঞান বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, প্রদর্শক, সহকারী পদ নিশ্চিত করা।
- বিজ্ঞান শিক্ষকদের চাকুরির মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎসাহিত করা।
- ভালো মানের সুন্দর ঝকঝকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

সুপারিশসমূহ [বিজ্ঞান শিক্ষা জনপ্রিয়করণে]

- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা জাতীয় প্রচার মাধ্যম সমূহে বেশী করে তুলে ধরা
- বার্ষিক নিয়মিত বিজ্ঞান মেলা (অন্তত জেলা পর্যায়ে) আয়োজন করা
- বিজ্ঞানের জন্য পৃথক স্কুল/কলেজ প্রতিষ্ঠা করা [যেমন, বিজ্ঞান/প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়]
- ‘পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট’ - উপবৃত্তি বা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মতো বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে সরকারের উদ্যোগ নেয়া
- বিজ্ঞানভিত্তিক চাকুরীর সুযোগ (বাজার) বৃদ্ধি করা
- বিজ্ঞানের অবদানে বিশেষ স্বীকৃতি দেয়া [খেলোয়াড়, শিল্পীদের মতো]
- দেশের বিজ্ঞানীদের নামে প্রতিষ্ঠান/ট্রাস্ট সৃষ্টি করা [সরকারীভাবে এবং ব্যক্তি উদ্যোগেও সহায়তা]

উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর মুক্ত আলোচনা

রাজাবাড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক মাহাফুজুল আলম বলেন,

- অবকাঠামো সক্ষম।
- শিক্ষক নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হওয়া।
- শিক্ষক সংকট, বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নাই।
- সিলেবাস অত্যান্ত জটিল এবং বিস্‌তৃত।
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ।
- পাঠ্য বই ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।
- একই শিক্ষক সব বিষয়ে ক্লাস নেই।

বলিয়া ডাইং আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক মোঃ ফিরোজ হোসেনবলেন,

- শিক্ষার্থী কম।
- স্থানীয় পড়ে থাকা জিনিস ব্যবহার করে বিজ্ঞান উপকরণ তৈরি।

কলেজিয়েট স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক মো: আব্দুর রশিদ সরদার বলেন,

- শিক্ষক সংকট।
- মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ।
- নীতি নির্ধারকদের উদ্যোগ নেয়া।

পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজের প্রভাষক এলিজা পারভীন বলেন,

- ট্রেনিং ও সেমিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজে লাগানো।
- বেশী স্কুলে লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া হোক।
- বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের পর তা সচল রাখা এবং লক্ষ্য রাখা কতৃপক্ষের কর্তব্য।

বলিয়া ডাইং আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হোসনে আরা হেনা বলে,বিজ্ঞান ক্লাসের সময় বাড়ানো দরকার।

চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জুলিয়ারা খাতুন বলে পড়ার চাপ, বিজ্ঞানের প্রতি ভয় থাকে এবং শিক্ষকের সহজভাবে বোঝানোর অভাব।

পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক ওবাইদুল হক বলেন.

- বিজ্ঞান শাখার বই এর অভাব।
- শিক্ষক সংকট।
- এসএমসি কমিটির সদস্যদের নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

প্রেমতলী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক দারুল ইসলাম বলেন, বিজ্ঞান উপকরণ ক্রয়ের জন্য কোন বাজেট হয় না এবং ল্যাব্যেটরী ব্যবহার হয় না।

চব্বিশনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষক নুরুল হুদা বলেন বিজ্ঞানাগার উন্নয়ন দরকার।
কাকন ফাজিল মাদ্রাসার বিজ্ঞান শিক্ষক মোঃ মফিজুর রহমান বলেন মাদ্রাসাতে মাত্র একজন বিজ্ঞান শিক্ষক।

অতিথিবৃন্দের আলোচনা:

মোহা: সাঈদুজ্জামান সিপন, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, প্রিপ ট্রাস্ট, রাজশাহী: তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

- বিজ্ঞান জানা অপরিহার্য।
- বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটায় আমাদের অর্জন।
- এই উদ্যোগ বিজ্ঞান বিষয়ে মানসিকতা পরিবর্তনে সূচনা করবে।
- পড়ে থাকা বা স্বল্প মূল্যে বিজ্ঞান উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জোর দিতে হবে।
- বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান মেলা করতে হবে।

মো:আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী: তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

- পড়ার চাপ।
- বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভয়।
- শিক্ষকের সহজভাবে বোঝানোর অভাব।
- বিজ্ঞান ক্লাসের সময় বৃদ্ধি করা।
- বাড়ি বাড়িতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ক্যাম্পেন করা।
- বিজ্ঞান বই পরিমার্জন প্রয়োজন।
- উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন।
- বোধগম্য ভাষায় বই লিখতে হবে।

বিশেষ অতিথিবৃন্দের আলোচনা:

সেমিনারে বিশেষ অতিথি প্রফেসর ড. জনাব মুসফিক আহমদ, ভূতত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়:তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

- শহরের স্কুল গুলিতে বর্তমান সিলেবাসকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।
- গ্রামের সাথে শহরের স্কুল গুলির পার্থক্য হচ্ছে।
- শিক্ষকদের আধুনিক সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
- সিলেবাস কমানোর দরকার নাই।
- শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে।
- অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা: তিনি তার বক্তব্যে বলেন,

- সমস্যা গুলি সাধারণভাবে জাতীয় পর্যায়ের।
- গত দুই দশকে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী কমেছে শতকরা ২০জন।
- বিজ্ঞান শিক্ষার দুর্বল দিক নিয়ে বিভিন্নভাবে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না।
- গত বছর পাঠ্য বই ছাপানোর রেট ছিল ২৬টাকা, এবছর রেট দিয়েছে ২২টাকা। যেখানে অন্যান্য খাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে শিক্ষাখাতে কমছে।
- বিজ্ঞানের যত ছোট বিষয় হোক না কেন তা সরকারের কানে তুলে দেয়ার চেষ্টা করছি।
- শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথেও সভা করা হচ্ছে।
- টিআইবির মহাপরিচালককে নিয়ে বিজ্ঞান সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষার উপর সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে না।
- বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে অভিভাবক, শিক্ষক, এরাকাবাসীকে এগিয়ে আস্ততে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা করা দরকার।
- বছরে অন্তত একবার জেলা পর্যায়ে হলেও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা দরকার।

প্রধান অতিথির অভিভাষণ:

সেমিনারে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান, উপ উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: তিনি তার বক্তব্যে বলেন,"আমি সবার উদ্দ্যেশে বলতে চাই এই বিজ্ঞানের চর্চা বা বিজ্ঞান চিন্তা এক বিপ্লব, আমাকে কেউ বলার পূর্বেই আমি নিজে থেকেই এ বিপ্লব শুরু করেছি।"। আমাদের দেশে সাধারণত ৯ম, ১০ম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীরা যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা তারা সাধারণত পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান ও গনিতকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়। অপরদিকে যারা মানবিক বা ব্যবসায় নীতিতে অনার্স মাষ্টার্স করার ইচ্ছা তারা শুধু সাধারণ বিজ্ঞানকেই অগ্রাধিকার দেয়।

- শহর ভিত্তিক লেখাপড়া করার পদ্ধতি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা দেখবে জানবে এবং সেগুলো তারা আমলে নিবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হয মূলত ৩য় শ্রেণী থেকে।
- প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া দরকার।
- প্রযুক্তি ভিত্তিক সমাজ গড়ার জন্য স্কুল পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা অপরিহার্য।

- গ্রামের চরম হতাশা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে।
- গণিত অলিম্পিয়াডের মত বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের চর্চা শুরু হওয়া দরকার।
- আগামী শীত মৌসুমে রাজশাহীতে বড় ধরণের বিজ্ঞান মেলা করার উদ্যোগ নিচ্ছি তাতে শহর এবং গ্রামের স্কুলের মধ্যে একটা মিশ্রণ হবে।

সভাপতির বক্তব্য:

সেমিনারে এ এম এম আরিফুল হক কুমার সভাপতির বক্তব্যে তিনি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তারপর তিনি তিনটি স্কুলের দুই জন করে শিক্ষার্থীকে তাদের প্রজেক্ট উপস্থাপনের জন্য মঞ্চে আহবান জানান। উপস্থাপন শেষ হলে তিনি তার বক্তব্যে বলেন, দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়ন করার জন্য শুধু সিসিবিভিও না আমাদের সবারই উচিত এগিয়ে আসা। আমরা বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি তা শুধু উপজেলার ২০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। বিজ্ঞান ক্লাব ও শিক্ষকদের বলবো তারা যেন এ বিজ্ঞান ক্লাবের সুফল ছড়িয়ে দেয় গোটা উপজেলার বিদ্যালয় গুলোতে। তবেই আমরা সার্থক হব। তিনি আরোও বলেন আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি জোর দিতে হবে নয়লে দেশ পড়ে থাকবে অন্ধকারে। ভবিষ্যত প্রজন্মকে শুধু শিক্ষিত না সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে তবেই আমাদের জাতি মুক্তি পাবে। পরিশেষে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অতিথিবৃন্দ ওঅংগ্রহণকারীদের স্থির চিত্র ও তার পরিচিতি:

চিত্রঃ ১

চিত্রঃ ২

চিত্রঃ ৩

চিত্রঃ ৪

চিত্রঃ ৫

চিত্রঃ ৬

চিত্রঃ ৭

চিত্রঃ ৮

চিত্রঃ ৯

চিত্রঃ ১০

চিত্রঃ ১১

চিত্রঃ ১২

চিত্রঃ ১৩

চিত্রঃ ১৪

চিত্রঃ ১৫

চিত্রঃ ১৬

চিত্র-১ : মোসাঃ সাবিহা খানম, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিসিবিভিও।

চিত্র-২ : মনিরা রহমান মিঠি সাংস্কৃতিক কর্মী আবৃত্তি পরিষদ রাজশাহী।

চিত্র-৩ : মোঃ সারওয়ার-ই-কামাল, সাধারণ সম্পাদক ও নির্বাহী প্রধান, সিসিবিভিও।

চিত্র-৪ : মোঃ নিরাবুল ইসলাম, প্রকল্প সমন্বয়কারী, সিসিবিভিও।

চিত্র-৫ : মোঃ মাহাফুজুল আলম, বিজ্ঞান শিক্ষক, রাজাবাড়ী হাট উচ্চ বিদ্যালয়।

চিত্র-৬ : এলিজা পারভীন, প্রভাষক, পুলিশ লাইনস স্কুল এন্ড কলেজ,

চিত্র-৭ : মোঃ ফিরোজ হোসেন, বিজ্ঞান শিক্ষক, বলিয়া ডাইং আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়।

চিত্র-৮ : মোঃ ওবাইদুল হক, বিজ্ঞান শিক্ষক, পিরিজপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

চিত্র-৯ : জনাব মো: আব্দুর রশিদ সরদার, বিজ্ঞান শিক্ষক, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল।

চিত্র-১০ : হোসনে আরা হেনা, শিক্ষার্থী, বলিয়া ডাইং আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয়।

চিত্র-১১ : জনাব মোহা: সাঈদুজ্জামান সিপন, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী, প্রিপ ট্রাস্ট, রাজশাহী।

চিত্র-১২ : জনাব মো.আব্দুস সামাদ মন্ডল, ভাইস প্রিন্সিপাল, টিটি কলেজ, রাজশাহী।

চিত্র-১৩ : জনাব সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

চিত্র-১৪ : জনাব প্রফেসর ড. মুসফিক আহমদ, ভূতত্ব ও খনি বিদ্যা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্র-১৫: জনাব প্রফেসর ড. চৌধুরী সারওয়ার জাহান, উপ উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্র-১৬: জনাব আরিফুল হক কুমার, সভাপতি, সিসিবিভিও।

সেমিনারের সুপারিশসমূহ:

- শিক্ষক নিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হওয়া।
- বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া ।
- স্থানীয় পড়ে থাকা জিনিস ব্যবহার করে বিজ্ঞান উপকরণ তৈরি।
- বিষয় ভিত্তিক মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া।
- বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়নে নীতি নির্ধারকদের উদ্যোগ নেয়া।
- ট্রেনিং ও সেমিনারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজে লাগানো।
- বিজ্ঞান ক্লাব গঠনের পর তা সচল রাখা এবং লক্ষ্য রাখা কতৃপক্ষের কর্তব্য।
- বেশী স্কুলে লজিষ্টিক সাপোর্ট দেয়া হোক।
- বিজ্ঞান শাখার বই এর অভাব।
- এসএমসি কমিটির সদস্যদের নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।
- বিজ্ঞানাগার উন্নয়ন দরকার।
- বিদ্যালয়ে অন্যান্য বাজেটের সাথে বিজ্ঞানের জন্য আলাদা বাজেট হওয়া দরকার।
- পড়ে থাকা বা স্বল্প মূল্যে বিজ্ঞান উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জোর দিতে হবে।
- বিজ্ঞান ক্লাসের সময় বৃদ্ধি করা।
- বাড়িতে বাড়িতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ক্যাম্পেন করা।
- বিজ্ঞান বই পরিমার্জন প্রয়োজন।
- উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক প্রয়োজন।
- বোধগম্য ভাষায় বই লিখতে হবে।
- শিক্ষকদের আধুনিক সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।
- শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অভিভাবকদের সচেতন করতে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নে অভিভাবক, শিক্ষক, এরাকাবাসীকে এগিয়ে আস্তেতে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হলে প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান মেলা করা দরকার।

- বছরে অন্তত একবার জেলা পর্যায়ে হলেও বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা দরকার।
- গণিত অলিম্পিয়াডের মত বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের চর্চা শুরু হওয়া দরকার।

পেপার কাটিংঃ

সোনার দেশ

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং ৭, কলাম ৩
ছবি পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১-২

দৈনিক সানশাইন
THE DAILY SUNSHINE
রাজশাহী । রোববার, ২৬ মে ২০১৩

সেমিনারে রাবি উপ-উপাচার্য

মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করতে হবে

মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই বিজ্ঞানকে

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং- ৪, ৮২
কলাম, ৪, ৮
ছবি পৃষ্ঠা নং- ২ কলাম ৭-৭,৮

নতুন প্রভাত

THE NATUN PROVAT

রাজশাহী ॥ রোববার ॥ ২৬ মে, ২০১৩

সিসিবিভিওর বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

[illegible]

প্রকাশিত সংবাদ পৃষ্ঠা নং- ২ কলাম নং- ৮